কর্মসংস্থানে রেস্তোরাঁয় কাজের 'ক্র্যাশ কোর্স'

এই সময়: ভোজনরসিক বাঙালি। খেতে আর খাওয়াতেও ভালোবাসে। দেশ তথা বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তে যে ভাবে নামী রেস্তোরাঁ ও ফুড চেন গড়ে উঠছে, তাতে আরও কর্মসংস্থানের জন্য তরুণ প্রজন্মকে প্রশিক্ষণ দিতে নতুন উদ্যোগ শুরু করল 'ওহ! ক্যালকাটা', 'মেনল্যান্ড চায়না'র মতো রেস্তোরাঁ চেনের কর্ণধার স্পেশ্যালিটি রেস্টুর‍্যান্টস গোষ্ঠী। সংস্থার প্রতিষ্ঠাতা তথা কর্ণধার অঞ্জন চট্টোপাধ্যায় বেঙ্গল গ্লোবাল বিজনেস সামিটের শেষ দিন জানান, মূলত অষ্টম শ্রেণি উত্তীর্ণ পড়ুয়াদের কথা মাথায় রেখেই এই পরিকল্পনা তাঁদের। যারা প্রচুর টাকা দিয়ে হোটেল ম্যানেজমেন্ট বা ক্যাটারিং ম্যানেজমেন্টের কোর্সে ভর্তি হতে পারবেন না, তাদের জন্যই ছ'মাসের ক্র্যাশ কোর্স চালু করছেন তাঁরা। বর্তমানে এই গোষ্ঠীর বিভিন্ন রেস্তোরাঁয় সব মিলিয়ে প্রায় সাড়ে পাঁচ হাজার কর্মীর মধ্যে তিন হাজারই বাঙালি। অঞ্জনের কথায়, 'বাঙালি ছেলেমেয়েদের একটু প্রশিক্ষণ দিলেই তাঁরা ভালো ভাবে কাজ করতে পারবেন। আমি নিজে এখানকার মানুষ। তাই এই রাজ্যের জন্য কিছু করতে চাই। সেটা মাথায় রেখেই আমাদের এই পরিকল্পনা।'

কী ভাবে চলবে এই কোর্স?

সংস্থার কর্তারা জানিয়েছেন, ছ'মাসের ক্র্যাশ কোর্সের মধ্যে হেঁশেল থেকে শুরু করে হাউস কিপিং, ফ্রন্ট ডেস্ক, ফুড অ্যান্ড বেভারেজ ম্যানেজমেন্ট, ক্যাটারিং ম্যানেজমেন্ট—সব কিছুরই প্রশিক্ষণ দেওয়া হবে। দু'টি ভাগে হবে এই প্রশিক্ষণ। প্রথম তিন মাসে রাজ্য সরকারের তরফ থেকে কিছু টাকা স্টাইপেন্ডও দেওয়া হবে। বাকি তিন মাস হাতেকলমে কাজ শেখার সময় সংস্থার তরফ থেকে ভাতা পাবেন আগ্রহী পড়ুয়ারা। প্রশিক্ষণ শেষে তাঁদের বেশির ভাগকেই নিজেদের সংস্থাতেই কাজ দেওয়ার চেষ্টা হবে বলে জানান অঞ্জন। বাকিদের অন্য রেস্তোরাঁয় কাজের সুযোগ করে দেওয়া হবে। আরও ভালো ভাবে কাজ শেখার জন্য বছরে ১৫-২০ জন পড়ুয়াকে সুইজারল্যান্ডেও নিয়ে যাওয়া হবে। সব মিলিয়ে তাঁরা বছরে ন'শো থেকে বারোশো পড়ুয়াকে প্রশিক্ষণ দেবেন বলে জানান অঞ্জন। মাস দুই-তিনের মধ্যে রাজারহাটে এই প্রশিক্ষণের কাজ শুরু হয়ে যাবে বলে তাঁর দাবি।

বাংলায় মোমো কারখানা

এই সময়: এক দিকে রসনাতৃপ্তি, অন্য দিকে কর্মসংস্থান। বেঙ্গল গ্লোবাল বিজনেস সামিটের মঞ্চে অভিনব ঘোষণা বেসরকারি সংস্থা 'ওয়াউ মোমো'র। এ দিন সংস্থার তরফ থেকে জানানো হয়েছে, খুব শিগগিরই কলকাতায় মোমো তৈরির কারখানা বানাচ্ছে তারা। কসবা শিল্পতালুকে এ জন্য প্রায় ২৪ হাজার বর্গফুটের অফিস তৈরি হচ্ছে। সেখান থেকে ফ্রোজেন মোমো ভিন্ রাজ্য, এমনকি বিদেশেও রপ্তানি করা হবে। 'স্টেট অব দ্য আর্ট' প্রযুক্তিতে তৈরি এই মোমোর কারখানার পাশাপাশিই বাঙালি রেস্তোরাঁ চেন চালু করছে 'ওয়াউ মোমো'। এ জন্য রাজ্যের মৎস্য দপ্তরের সঙ্গে মউ স্বাক্ষর করেছে সংস্থাটি। গোটা দেশেই 'ওয়াউ মোমো'র বাঙালি রেস্তোরাঁ চালু হবে বলে দাবি সংস্থার কর্তাদের।

লক্ষাধিক কর্মসংস্থানে মউ সই ওলা-উবরের

এই সময়: রাজ্য পরিবহণ দপ্তরের সঙ্গে মউ স্বাক্ষর করল অ্যাপ-নির্ভর ট্যাক্সি সংস্থা ওলা এবং উবর।

এই দুই সংস্থার মধ্যে উবর সামনের পাঁচ বছরের মধ্যে রাজ্যে এক লক্ষ ক্ষুদ্র উদ্যোগপতি গঠনের পথ প্রশস্ত করবে। অন্য দিকে ওলা রাজ্য সরকারের শ্রম দপ্তরের তৈরি এমপ্লয়মেন্ট ব্যাঙ্ক থেকে বেকার যুবকদের বেছে নিয়ে সংস্থার সহযোগী চালক হিসেবে কর্মসংস্থানের সুযোগ দেবে।

বুধবার, বেঙ্গল গ্লোবাল বিজনেস সামিটের দ্বিতীয় তথা শেষ দিন ওয়েস্ট বেঙ্গল ট্রান্সপোর্ট ইনফ্রাস্ট্রাকচার ডেভেলপমেন্ট কর্পোরেশন লিমিটেডের (ডব্লিউবিটিআইডিসিএল) সঙ্গে

অংশীদারীতে জড়াল উবর। রাজ্য সরকারের সঙ্গে সংস্থার যে মউ স্বাক্ষর করা হয়েছে সেই চুক্তি অনুযায়ী, উবর একটি পোর্টাল তৈরি করবে। এই পোর্টাল থেকে ডব্লিউবিটিআইডিসিএল অনুমোদিত গাড়িচালকদের পুরো তথ্য অ্যাকসেস করতে পারবে উবর। চালকদের সম্পর্কে এই তথ্য পাওয়া যাবে রিজিওনাল ট্রান্সপোর্ট অফিসারদের থেকে।

এ ভাবে উবরের চেষ্টা থাকবে রাজ্য সরকার অনুমোদিত গড়িচালকদের নিয়োগ করে রাজ্যের কর্মসংস্থানে গতি নিয়ে আসা। উবরের ভারত ও দক্ষিণ এশিয়ার অপারেশনের দায়িত্বে থাকা প্রদীপ পরমেশ্বরণ মউ স্বাক্ষরের পর বলেছেন, 'পশ্চিমবঙ্গ সরকার দেখিয়ে দিয়েছে এখানকার প্রশাসন আধুনিক প্রযুক্তির সাহায্য নিয়ে উন্নয়নের পক্ষে এগিয়ে যেতে চায়। রাজ্যের এমন মানসিক পরিবর্তনের জন্য আমি মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে ধন্যবাদ জানাই।'

পিছিয়ে নেই আর ওলাও। রাজ্য সরকারের সঙ্গে এই সংস্থা যে মউ স্বাক্ষর করেছে, সেই চুক্তি অনুযায়ী এই সংস্থা ৫,০০০ নতুন ট্যাক্সি নামাবে রাজ্যে। গাড়ির চালকদের নিয়োগ করা হবে শ্রম দপ্তরের এমপ্লয়মেন্ট ব্যাঙ্ক থেকে বেকার যুবকদের উপযুক্তদের বেছে নিয়ে। এর জন্য প্রয়োজনীয় অনুমতি দেবে রাজ্য পরিবহণ দপ্তর। এই প্রসঙ্গে ওলার সিএফও সন্দীপ দিবাকরণ বলেন, 'দেশের পরিবহণক্ষেত্রে দৃষ্টান্তমূলক উন্নতি লক্ষ্য করা যাচ্ছে। পশ্চিমবঙ্গ যে ভাবে অর্থনৈতিক ভাবে উন্নতি করছে তাতে প্রশাসনের উদ্যোগ— বিশেষ করে মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রীকে সেলাম না করে থাকা যায় না।' মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এই দুই সংস্থাকের উদ্যোগকে স্বাগত জানিয়েছে বলেন, 'আশা করছি এই দুই সংস্থার সদিচ্ছার ফলে এই রাজ্যে একলক্ষ ১০ হাজার কর্মসংস্থান হওয়ার সম্ভাবনা আছে।'

বিদেশিদের নজরে উত্তরবঙ্গও

এই সময়, শিলিগুড়ি: বিনিয়োগ সম্ভাবনা খতিয়ে দেখতে বিশ্ববঙ্গ বাণিজ্য সম্মেলনে আসা বিদেশি প্রতিনিধিরা আসবেন উত্তরবঙ্গেও। আমেরিকা, রাশিয়া, অস্ট্রেলিয়া, থাইল্যান্ড-সহ ৩০টি দেশের ৫২ জন প্রতিনিধি রয়েছেন ওই দলে। ২১ জানুয়ারি তাঁদের পৌঁছনোর কথা। প্রতিনিধি দলে বিশ্বের নামী হোটেল গোষ্ঠীর কর্তারা যেমন রয়েছেন, তেমনই রয়েছেন ট্যুর অপারেটর এবং ট্রাভেল ম্যাগাজিনের লেখকরা। রাজ্য সরকারের সঙ্গে কনফেডারেশন অব ইন্ডিয়ান ইন্ডাস্ট্রিজও (সিআইআই) এই সফরের আয়োজক। পর্যটনমন্ত্রী গৌতম দেব বুধবার জানিয়েছেন, মূলত দার্জিলিং কেন্দ্রিক বিনিয়োগ সম্ভাবনা খতিয়ে দেখবে বিদেশি বাণিজ্য দলটি। গজলডোবায় তাঁদের স্বাগত জানানো হবে সরকারের পক্ষ থেকে। গজলডোবায় বিনিয়োগের সম্ভাবনাও তাঁদের সামনে তুলে ধরা হবে।

পর্যটন মন্ত্রী বলেন, 'গজলডোবায় গলফ কোর্স, স্টার হোটেল, বাজেট হোটেল-সহ নানা খাতেই বিনিয়োগের সম্ভাবনা রয়েছে।' কলকাতায় বিশ্ববঙ্গ বাণিজ্য সম্মেলেন আগত শিল্পগোষ্ঠীর অনেকে পর্যটনে বিনিয়োগে আগ্রহী। ১৯-২০ জানুয়ারি কলকাতায় পর্যটন সম্মেলন 'ডেস্টিনেশন ইস্ট'-এ ওই বিদেশিরা অংশ নেবেন। তার পরে একটি চলে যাবে ঝাড়খণ্ড, বিহার ও ওড়িশায়। বাকিরা যাবেন দার্জিলিংয়ে। পাহাড়কে বিদেশিদের কাছে তুলে ধরতে সিআইআই পাঁচটি প্যাকেজ তৈরি করেছে। পাঁচটি দলে ভাগ করে নিয়ে বিদেশি প্রতিনিধিদের পাহাড়ের অরণ্য কেন্দ্রিক পর্যটন, টয় ট্রেন কেন্দ্রিক হেরিটেজ পর্যটন, চা-পর্যটন, এবং লেক পর্যটনের সম্ভাবনা দেখানো হবে। দার্জিলিংয়ের নামী হোটেলগুলির সঙ্গে বিদেশি হোটেল মালিকদের বৈঠকের কর্মসূচিও আছে।

ওই বিদেশিদের মাধ্যমে অন্য রাষ্ট্রের পর্যটকরা যাতে আগাম বুকিং করে পাহাড়ে বেড়াতে আসতে পারেন, সেজন্য চুক্তিও হতে পারে। বিদেশি প্রতিনিধি দলটিকে লপচু, গ্লেনবার্ন, তাকদা চা-বাগান ঘুরিয়ে দেখানো হবে। টি-ট্যুরিজমে আগ্রহীরা সরাসরি চা-বাগান মালিকদের সঙ্গে চুক্তি সেরে নিতে পারবেন। সিআইআইয়ের পর্যটন শাখার কর্তা রাজ বসু বলেন, 'অশান্তির জেরে বিদেশে দার্জিলিংয়ের সুনামে কিছুটা হলেও ধাক্কা লেগেছে। বিদেশিদের সফরে সেই সুনাম পুনরুদ্ধার করা সম্ভব হবে বলে আশা করছি।' বিদেশি ট্রাভেল ম্যাগাজিনের কর্তাদের আনা হচ্ছে একই কারণে। দলটিকে নিয়ে যাওয়া হবে মিরিকের প্রাকৃতিক লেক দেখাতে। পর্যটনমন্ত্রী জানিয়েছেন, বিনিয়োগ বাড়াতে রাজ্য সরকার গজলডোবায় একটি ছোট হেলথ ক্লিনিক, হেলিপ্যাড এবং পুলিশ ক্যাম্প তৈরি করবে।

বৈকুণ্ঠপুর জঙ্গলের ভিতরে ভূগর্ভস্থ কেবল লাইন পেতে গজলডোবায় বিদ্যুৎ আনা হবে। ২১ জানুয়ারি দলটি বিমানে বাগডোগরা হয়ে গজলডোবায় পৌঁছবেন। সেদিনই তাঁরা চলে যাবেন দার্জিলিংয়ে।